মেহেরপুরে জামায়াত প্রার্থী তাজউদ্দিন খানের নির্বাচনী প্রচারণা

মেহেরপুরের শ্যামপুর ইউনিয়নের গোপালপুর ও রামনগর গ্রামে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী এবং জেলা জামায়াতের আমির তাজউদ্দিন খানের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় নেতৃত্ব দেন, জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা মাহাবুবুল আলম।

গতকাল শনিবার বাদ মাগরিব ঝাউবাড়িয়া গ্রামে জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা তাজউদ্দিন খান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, রাজনৈতিক সেক্রেটারি কাজী রুহুল আমিন, সদর উপজেলা জামায়াতের আমির সোহেল রানা, সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম (মাস্টার), শ্যামপুর ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মফিজুর রহমানসহ ১১ দলীয় ঐক্যজোটের নেতা-কর্মীবৃন্দ।

জনসভার আগে বাদ আসর থেকে গোপালপুর ও রামনগর গ্রামের প্রধান সড়কগুলোতে ব্যাপকভাবে নির্বাচনী প্রচারণা চালানো হয়। প্রচারণা শেষে একটি সংক্ষিপ্ত সমাবেশের আয়োজন করা হয়, যেখানে স্থানীয় নেতাকর্মী ও সমর্থকরা অংশ নেন।

জনসভায় বক্তারা বলেন, “ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনই আমাদের মূল লক্ষ্য। দল-মত নির্বিশেষে, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে আমরা এ দেশ গড়তে চাই। আমরা দুর্নীতিমুক্ত রাখবো এ দেশকে, আর দুর্নীতিমুক্ত থাকবো আমরা নিজেরা। জনগণের বিশ্বাস ও ভালোবাসার প্রতিদান আমরা সততা ও সেবার মাধ্যমে দিতে চাই।”

এই প্রচারণায় স্থানীয় জনগণের উৎসাহমূলক অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা গেছে। প্রচারণায় অংশ নেওয়া নেতাকর্মীরা জানান, মাওলানা তাজউদ্দিন খানের নেতৃত্বে এলাকায় জামায়াতের প্রতি সমর্থন বাড়ছে।

ঝিনাইদহে আওয়ামী লীগের ভোট টানতে মরিয়া প্রার্থীরা

ঝিনাইদহের চারটি সংসদীয় আসনে নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা জমে উঠেছে। নিজেদের পক্ষে ভোট টানতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছেন। দিচ্ছেন উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি। বিশেষ করে আওয়ামী লীগের ভোটারদের সমর্থন পেতে অধিকাংশ প্রার্থী সরব হয়েছেন।

আওয়ামী লীগের সাধারণ নেতাকর্মীদের ওপর জুলুম করা যাবে না বলে বিভিন্ন সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন তাঁরা। তাদের হয়রানি না করতেও হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন। আওয়ামী লীগের ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এই সরকারের দায়িত্ব বলেও মন্তব্য করেছেন কেউ কেউ। অনেকে দাবি করেছেন, তা না হলে নির্বাচনের নিরপেক্ষতা প্রশ্নের মুখে পড়বে।

জানা গেছে, ঝিনাইদহ-১ (শৈলকুপা) আসনে বিএনপির প্রার্থী সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচন করছেন। সম্প্রতি তিনি তাঁর নির্বাচনী এলাকায় আওয়ামী লীগের ভোটারদের সমর্থন পেতে প্রকাশ্যে দলটির পক্ষে বক্তব্য দিয়েছেন।

একটি নির্বাচনী সভায় মো. আসাদুজ্জামান বলেন, ‘আওয়ামী লীগে যেমন খুনি আছে, তেমনি অনেক আদর্শিক সৈনিকও আছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার জন্য জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল। আমি তখন অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলাম, সেটি আমি হতে দেইনি।’

ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ ও সদরের আংশিক) আসনে বিএনপির প্রার্থী গণঅধিকার পরিষদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁন ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচন করছেন। তিনিও নির্বাচনী প্রচারে কৌশলে আওয়ামী লীগের সাধারণ ভোটারদের সমর্থন অর্জনের চেষ্টা চালাচ্ছেন।

বিভিন্ন সভা-সমাবেশে তিনি বলেন, ‘আওয়ামী লীগের নিরীহ ও সাধারণ কাউকে যেন জুলুম বা অত্যাচার করা না হয়।’ চব্বিশের ৫ আগস্টের পর আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের কাছ থেকে চাঁদাবাজির বিরুদ্ধেও তিনি

প্রকাশ্যে কথা বলছেন।

এছাড়া নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীরাও আওয়ামী লীগের ভোট টানতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। দলটির নেতাকর্মীরা আওয়ামী লীগের ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের আশ্বাস দিচ্ছেন।

অপরদিকে ঝিনাইদহ-২ ও ঝিনাইদহ-৪ আসনের অন্যান্য প্রার্থী ও তাঁদের কর্মী-সমর্থকরাও আওয়ামী লীগের ভোটারদের কাছে টানতে নানা কৌশল অবলম্বন করছেন।

জেলা সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি আনোয়ারুজ্জামান আজাদ বলেন, ‘কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকায় এবারের সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কার্যত নির্বাচনী মাঠে নেই। ঝিনাইদহের সবকটি আসনেই মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীদের মধ্যে। এ কারণে প্রার্থীরা কৌশলে আওয়ামী লীগের ভোটার টানার চেষ্টা করছেন। কেউ কেউ আওয়ামী লীগ-সমর্থিত ভোটারদের নিরাপদে রাখার আশ্বাস দিচ্ছেন, আবার কেউ কেউ ভোট না দিলে নানা ধরনের ভয়ভীতি দেখাচ্ছেন। এটি ভোটের রাজনীতির একটি অংশ হয়ে উঠেছে। তবে আওয়ামী লীগের ভোট কোন প্রার্থী পাবে, তা এখনই বলা যাচ্ছে না।’

তিনি আরও বলেন, ‘ঝিনাইদহ-৪ আসনে বিএনপির নেতা-কর্মীরা স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী ও সমর্থকদের বিভিন্নভাবে হয়রানি করছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন এলাকায় বিএনপি ও জামায়াতের কর্মীরা একে অপরের পোস্টার ছিঁড়ে ফেলছে। অনেককে ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে, যা নির্বাচনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নষ্ট করছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নজরদারি আরও বাড়াতে হবে।’

ঝিনাইদহের চারটি সংসদীয় আসনে মোট ২১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এবারের নির্বাচনে জেলার চারটি আসনে মোট ১৫ লাখ ৯৬ হাজার ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। এর মধ্যে নারী ভোটার ৮ লাখ ৯৫ হাজার ৯৮৪ জন, পুরুষ ভোটার ৮ লাখ ৩৯০ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ২৯ জন।

মেহেরপুরে পৌর যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃত্বে নির্বাচনী প্রচারণা

মেহেরপুর পৌর যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃত্বে মাসুদ অরুনের পক্ষে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর-১ আসনের ধানের শীষের প্রার্থী মাসুদ অরুনের দিকনির্দেশনা ও পরামর্শে প্রতিদিনের ধারাবাহিক ওয়ার্ডভিত্তিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে গতকাল শুক্রবার বিকেলে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা, গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অপরদিকে, সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক লিজন আলীর নেতৃত্বে ধানের শীর্ষের প্রচরণা গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কর্মসূচিতে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ধানের শীষের পক্ষে স্লোগান দেন, সাধারণ মানুষের মাঝে ধানের শীষ প্রতীকের লিফলেট বিতরণ করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন কামনা করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর যুবদলের সদস্য সচিব নওশেল আহমেদ রনি, যুগ্ম আহবায়ক শিমুল বিশ্বাস, সদস্য রোমিক, নিজার, মনি,রিনু শফিসহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ।

গাংনীর কাজিপুর ইউনিয়নের পাড়া মহল্লায় ভোট প্রার্থণা

জামায়াত প্রার্থীর

ন্যায় ভিত্তিক কল্যাণকর রাষ্ট্র গঠন ও দুঃশাসন এবং বৈষম্য মুক্ত সমাজ গঠনে দাঁড়িপাল্লায় ভোট দানের আহ্বান জানিয়ে পাড়া মহল্লায় ভোট চাইলেন মেহেরপুর-২ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা।

গতকাল শুক্রবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামের বিভিন্ন পাড়া মহল্লায় ঘুরে ঘুরে ভোট প্রার্থণার পাশাপাশি দোয়া চান তিনি। এসময় গণভোটেরও আহবান জানান।

এসময় তিনি বিভিন্ন পাড়া-মহল্লায় সাধারণ ভোটারদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং দ্বীন, ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ গঠনে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে ভোট ও সহযোগিতা কামনা করেন।

গণসংযোগকালে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নায়েবে আমীর মাওলানা মফিজুল ইসলাম, কাজীপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর আমীর আব্দুর রাজজাক, সেক্রেটারি আশরাফুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি সাইদুল ইসলাম, গাংনী পৌর যুব বিভাগের সভাপতি জয়নাল আবেদীন, গাংনী উপজেলা ছাত্রশিবির সভাপতি সিহাব হোসেনসহ জামায়াতে ইসলামী ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

এসময় নাজমুল হুদা বলেন, আমরা নির্বাচিত হলে, সরকারের ট্যাক্স বিহীন গাড়িতে চড়বোনা। সরকারের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা জনগণকে বুঝিয়ে দেবো। জনগণের সেবক হয়ে আপনাদের সেবা দেবো।

“দেশ ও জাতিকে দুর্নীতি, দুঃশাসন এবং বৈষম্য থেকে মুক্ত করতে সৎ, যোগ্য ও আল্লাহভীরু নেতৃত্ব প্রয়োজন। জামায়াতে ইসলামী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও একটি কল্যাণ রাষ্ট্র গঠনের জন্য দীর্ঘদিন ধরে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আপনারা যদি আমাদের পাশে থাকেন, তাহলে গাংনীসহ সারাদেশে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।”

এ সময় নেতাকর্মীরা ভোটারদের মাঝে জামায়াতে ইসলামীর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তুলে ধরেন এবং শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের রায় প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান।

গাংনীর শিশিরপাড়ায় ধানের শীষে ভোট প্রার্থনায় বিএনপির নেতাকর্মীরা

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে বিএনপি’র মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী আমজাদ হোসেনের পক্ষে গাংনী পৌরসভার ২নং ওয়ার্ড শিশিরপাড়া গ্রামে ভোট প্রার্থনা করেছেন বিএনপির নেতাকর্মীরা।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে গাংনী পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি ও বিএনপি নেতা শাহজাহান সেলিমের নেতৃত্বে দলের নেতাকর্মীরা গ্রামবাসীর সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং আগামী নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দিয়ে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আহ্বান জানান।

এ সময় শাহজাহান সেলিম বলেন, “বিএনপি মানুষের ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র রক্ষার রাজনীতি করে। দীর্ঘদিন ধরে মানুষ তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। দেশকে সংকট থেকে মুক্ত করতে হলে ধানের শীষের পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে ভোট দিতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় গেলে মানুষের বাকস্বাধীনতা, ন্যায়বিচার এবং উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে। জনগণের প্রত্যাশা পূরণে আমজাদ হোসেন একজন যোগ্য ও জনবান্ধব প্রার্থী বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, গাংনী পৌর বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু, স্থানীয় ওয়ার্ড বিএনপি নেতা ডাবলু হোসেনসহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

নেতাকর্মীরা গ্রামবাসীর মাঝে ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষে লিফলেট বিতরণ করেন এবং শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের রায় প্রতিফলনের আহ্বান জানান।

জীবননগরে ধানের শীষের নির্বাচনী গণমিছিল ও সমাবেশ

জীবননগর পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের ধানের শীষের নির্বাচনী গণমিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে পৌরসভার ৪ নাম্বার ওয়ার্ডের ধানের শীষের নির্বাচনী অফিস থেকে এই মিছিল ৪ নং ওয়ার্ডের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদর্শন করে । মিছিলে পৌর বিএনপি’র সভাপতি মোঃ শাজাহান কবির, সাবেক পৌর চেয়ারম্যান বিএনপি নেতা আশরাফুল হক, পৌর বিএনপি’র সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ শফিউদ্দিন, ৪ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি পলাশ মিয়া সেক্রেটারি পল্টু মিয়া, বিএনপি নেতা মিজানুর রহমান মিজা, সুমন মিয়া, সুজন মিয়া, সবুজ মিয়া সহ অনেকেই অংশগ্রহণ করেন।

মিছিলটি নির্বাচনী অফিসে এসে শেষ হয় এরপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন, পৌর বিএনপি’র সভাপতি শাজাহান কবির, সাবেক পৌর চেয়ারম্যান বিএনপি নেতা আশরাফুল হক প্রমুখ।

গাংনীতে জামায়াতে ইসলামীর বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

শেরপুরে বিএনপি’র হামলায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর শ্রীবরদী উপজেলা সেক্রেটারি রেজাউল করিম নিহত হওয়ার ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। একই সঙ্গে দেশব্যাপী নারীদের প্রতি সহিংসতা ও নিরাপত্তাহীনতার প্রতিবাদে মেহেরপুরের গাংনীতে বিক্ষোভ মিছিল ও সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেছে দলটি।

গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আনুমানিক ৮টার দিকে গাংনী উপজেলা ও

পৌর জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা শহরের মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে হাসপাতাল এলাকা ঘুরে বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন শহীদ আবু সাঈদ চত্বরে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা জামায়াতের সাবেক আমীর মাওলানা আব্দুল হালিম, গাংনী পৌর জামায়াতের আমীর আহসানুল হকসহ স্থানীয় ও উপজেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

মিছিল চলাকালে নেতাকর্মীরা “হত্যাকারীদের বিচার চাই”, “সন্ত্রাসী হামলা বন্ধ কর”, “নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত কর”—এমন নানা স্লোগান দেন।

সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা বলেন, শেরপুরে পরিকল্পিত ও পূর্বপরিকল্পিত সন্ত্রাসী হামলায় জামায়াতে ইসলামীর একজন দায়িত্বশীল নেতাকে হত্যা করা হয়েছে। তারা অভিযোগ করেন, এই হামলার রাজনৈতিক দায় বিএনপি এড়াতে পারে না। অবিলম্বে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তারা।

বক্তারা আরও বলেন, দেশে নারী নির্যাতন ও সহিংসতার ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে, যা রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য উদ্বেগজনক। নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং জানমালের সুরক্ষা দেওয়া রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব বলেও উল্লেখ করেন তারা।

সমাবেশ থেকে অবিলম্বে সব ধরনের সন্ত্রাসী কার্যক্রম বন্ধ, নারীদের প্রতি সহিংসতা রোধ এবং শেরপুরের ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত বিচারের দাবি জানানো হয়।

গাংনীর জোড়পুকুরিয়াতে বিএনপির নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া গ্রাম বিএনপি’র উদ্যোগে নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে জোড়পুকুরিয়া বাজারে এই জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

জোড়পুকুরিয়া ১নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সভাপতি মোস্তাক আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী আমজাদ হোসেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আবাদুল আওয়াল, উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো, মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান মাহবুব, মেহেরপুর জজকোর্ট জাতীয়তাবাদী আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ও বিএনপি নেতা এ্যাডভোকেট জিল্লুর রহমান।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা মহিলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি নাজমা খন্দকার, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুসাইনসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

সঞ্চালনায় ছিলেন, জেটিএস মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও বিএনপি নেতা জাহাঙ্গীর হোসেন হেলু।

জনসভায় বক্তারা বলেন, দেশ আজ এক কঠিন সময় পার করছে। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, মানুষের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে আনা এবং জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে বিএনপির বিকল্প নেই। তারা বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালে দেশের উন্নয়ন, শিক্ষা, কৃষি ও অবকাঠামো খাতে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

প্রধান অতিথি আমজাদ হোসেন তার বক্তব্যে বলেন,

“দেশকে আবার উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের ধারায় ফিরিয়ে আনতে হলে বিএনপিকে

রাষ্ট্রক্ষমতায় আনতে হবে। সাধারণ মানুষের ভোটে নির্বাচিত সরকারই পারে জনগণের কথা শুনতে ও সমস্যার সমাধান করতে।”

তিনি আরও বলেন, “বিএনপি জনগণের দল। কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষায় বিএনপি অতীতেও কাজ করেছে, ভবিষ্যতেও করবে।”

বক্তারা আগামী নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীকে বিজয়ী করতে সকল নেতাকর্মী ও সাধারণ জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

জনসভায় স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী ও সমর্থক উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে জামায়াতের নির্বাচনী গণমিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে জামা ভেদয়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী নাজমুল হুদার নেতৃত্বে নির্বাচনী গণমিছিল ও সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১২টার দিকে গাংনী উপজেলার মটমুড়া গ্রামে এই গণমিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গণমিছিলটি মটমুড়া স্কুলপাড়া থেকে শুরু হয়ে গ্রামের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে ক্লাবপাড়া এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী নাজমুল হুদা বলেন, “দীর্ঘদিন ধরে দুর্নীতি, ঘুষ ও চাঁদাবাজির রাজনীতিতে দেশ ও জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মানুষের ন্যায্য অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে সৎ, যোগ্য ও আল্লাহভীরু নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, “ইনশাআল্লাহ জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ, ন্যায়বিচারভিত্তিক

রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হবে।” এ সময় তিনি আগামী নির্বাচনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট দিয়ে ইসলামী মূল্যবোধের পক্ষে রায় দেওয়ার জন্য ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানান।

সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমীর ডা. রবিউল ইসলাম, সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আলম হুসাইন, এনসিপির মেহেরপুর জেলা শাখার সংগঠক মোজাহিদুল ইসলামসহ জামায়াত ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, দেশের মানুষ এখন পরিবর্তন চায়। তারা আর দুর্নীতিবাজ ও লুটেরা নেতৃত্ব দেখতে চায় না। জামায়াতে ইসলামী জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে আগামী দিনে একটি কল্যাণরাষ্ট্র গঠনে কাজ করবে বলে বক্তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের তিন প্রার্থী এক মঞ্চে, জাকের পার্টির শান্তি সমাবেশে মিলনমেলা

চুয়াডাঙ্গা-২ সংসদীয় আসনে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জাকের পার্টির উদ্যোগে “শান্তি সমাবেশ” অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৩টায় চুয়াডাঙ্গা দর্শনা মুক্তমঞ্চে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে একই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের তিন প্রধান রাজনৈতিক দলের সংসদীয় প্রার্থী। তাঁরা হলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী প্রার্থী রুহুল আমিন এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ প্রার্থী হাসানুজ্জামান সজিব।

সমাবেশে তিনজন প্রার্থীই চুয়াডাঙ্গার সার্বিক উন্নয়নে দল-মত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

বিএনপি প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, চুয়াডাঙ্গা একটি কৃষি ও সম্ভাবনাময় জেলা হলেও দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অবকাঠামো খাতে পিছিয়ে রয়েছে। নির্বাচনে যে-ই বিজয়ী হোক না কেন, চুয়াডাঙ্গার মানুষের স্বার্থে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক বিভাজন ভুলে গিয়ে মানুষের উন্নয়নকে প্রাধান্য দিতে হবে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হলে সকল রাজনৈতিক দলের জনপ্রতিনিধি ও সুধীজনদের নিয়ে একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেব। জামায়াতে ইসলামী প্রার্থী রুহুল আমিন বলেন, চুয়াডাঙ্গার মানুষ শান্তি ও স্থিতিশীলতা চায়। সহিংস রাজনীতি নয়, তারা উন্নয়ন ও ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করে। এজন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্মান ও সহযোগিতা জরুরি।

তিনি আরও বলেন, কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে চুয়াডাঙ্গাকে একটি মডেল জেলা হিসেবে গড়ে তুলতে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। জনগণের কল্যাণে আমরা সব ধরনের সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ প্রার্থী হাসানুজ্জামান সজিব বলেন, রাজনীতি মানুষের কল্যাণের জন্য, ক্ষমতার জন্য নয়। আমরা একটি দুর্নীতিমুক্ত, নৈতিক ও মানবিক সমাজ গড়তে চাই, যেখানে জনগণের অধিকার ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে। তিনি আরও বলেন, চুয়াডাঙ্গার উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ধর্মীয় মূল্যবোধভিত্তিক সমাজ গঠন এবং তরুণদের কর্মসংস্থানে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে জনগণের স্বার্থে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানাই। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জাকের পার্টির জেলা সভাপতি আব্দুল লতিফ খান যুবরাজ এবং কেন্দ্রীয় পরিষদের জাকের পার্টি ছাত্র ফ্রন্টের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মো. জিয়াউর রহমান জিয়া।

তাঁরা বলেন, এই শান্তি সমাবেশের মূল উদ্দেশ্য হলো রাজনৈতিক বিভেদ ভুলে শান্তি, সহাবস্থান ও উন্নয়নের বার্তা জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

সমাবেশে জাকের পার্টির নেতাকর্মী, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী- সমর্থক, সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি, সাংবাদিক এবং সাধারণ জনগণ উপস্থিত ছিলেন।